বিচারবর্হির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম ও নির্যাতন বন্ধ করে আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দাবিতে

হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)-এর সংবাদ সম্মেলন

৩১ আগস্ট ২০২০, সকাল ১১টা

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,

মহামারি করোনার অদৃশ্য ভয়াল থাবা পুরো বিশ্বসহ বাংলাদেশকে গ্রাস করে ফেলেছে। মার্চ মাসে দেশে প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের চরম দূরাবস্থা, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও এ সংকট মোকাবেলায় সরকারের প্রস্তুতির ঘাটতিগুলো প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। সরকারের বিভিন্ন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে খুব আত্মবিশ্বাসী বক্তব্য আসতে থাকলেও প্রকৃত চিত্র ছিলো ভিন্ন। নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবা লাভের অধিকার লঙ্ঘণের পাশাপাশি দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন, গুম, মত প্রকাশ ও মুক্ত চিন্তার অধিকারের ওপর আঘাত, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো কালো আইনের ব্যাপক ব্যবহার, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, হত্যা ও ধর্ষণ, সর্বোপরি রাষ্ট্রকাঠামোর বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষমতার অপব্যবহার, আইনের শাসন ও জবাবদিহিতার অভাব-আমাদের ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আমরা প্রত্যক্ষ করছি, জনগণের মানবাধিকার রক্ষা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সাংবিধানিকভাবে দায়বদ্ধ হলেও সরকার ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা প্রায়শ জনগণের অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে বা দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে, যা বিদ্যমান দায়হীনতার সংস্কৃতিকে আরো দৃঢ় করে তুলছে। আমাদের আশংকা, দ্রুততম সময়ের মধ্যে সরকার এ পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য পদক্ষেপ না নিলে সাম্প্রতিক সময়ের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ নানা ক্ষেত্রে জাতি হিসেবে আমাদের যে অর্জনসমূহ আছে তার অনেক কিছুই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। একইসাথে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের লক্ষ্যমাত্রা বিশেষত এসডিজি ১৬ অর্জন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে।

সাংবাদিক ভাইবোনেরা,

করোনাকালীন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনেক সদস্য পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন, আমরা তাদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানাই। কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে হেফাজতে নির্যাতন ও বিচারবর্হির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা অভিযোগ বরাবরের মতো করোনাকালীন সময়েও লক্ষ্য করা গেছে। ২০০৪ সালে র‍্যাব প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রত্যক্ষদর্শী, স্বজন, নিজস্ব তথ্যানুসন্ধান ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে দেশি-বিদেশি মানবাধিকার সংগঠনগুলো বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে-দেশে ‘বন্দুকযুদ্ধে’র নামে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিচারবর্হির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, অপরাধ দমন, মাদক নির্মূল, এমনকি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে বাহিনীগুলোর কতিপয় সদস্য তথাকথিত ‘বন্দুকযুদ্ধ’কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। আমরা প্রত্যক্ষ করছি, বিভিন্ন মেয়াদে ক্ষমতাসীন সরকারগুলো এসব অভিযোগ নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্যভাবে তদন্ত করে এ ধরণের হত্যাকাণ্ড বন্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। মহাজোট সরকারও তাদের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন মানবাধিকার কমিটিগুলোতে স্পষ্টভাবে বিচারবর্হির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ‘শূন্য সহনশীলতা নীতির’ ঘোষণা দিয়ে আসলেও সে অঙ্গীকারের কোন বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়নি। নানা সময়ে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দেওয়া বক্তব্যে বরং ‘বন্দুকযুদ্ধে’র পক্ষে অবস্থান নিতে দেখা গেছে।

গত ৩১ জুলাই রাতে টেকনাফে পুলিশ তল্লাশি চৌকিতে পুলিশের পরিদর্শক ও বাহার ছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনস্টপেক্টর ইনচার্জ লিয়াকত আলীর গুলিতে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তা সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান নিহত হওয়ার পর বিচারবর্হির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি জোরালোভাবে আলোচনায় এসেছে। এ ঘটনায় তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধের নামে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটে চলেছে, তারই চিত্র আবারও জনগণের সামনে স্পষ্ট হয়েছে।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK)
2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: +88-02-810 0192, 810 0195, 810 0197 | Fax: +88-02-810 0187 | Email: ask@citechco.net | Web: www.askbd.org
Experts:
Dr. Hameeda Hossain, Sultana Kamal and Raja Devasish Roy
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).

সাংবাদিক বন্ধুরা,

আপনাদের হয়তো স্মরণে আছে, গত ১৪ জানুয়ারি ২০২০ জাতীয় সংসদে একটি অনির্ধারিত আলোচনায় সরকারি ও বিরোধী দলের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতা একটি ধর্ষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ধর্ষককে সরাসরি 'ক্রসফায়ারে' দিয়ে হত্যার দাবি জানান। অতি সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তা মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান নিহত হওয়ার পর এ বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান, এটিকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একই সময় পুলিশের আইজি বলেছেন, 'ক্রসফায়ার' শব্দটির সাথে তারা একমত নন। এ শব্দটি এনজিওরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে বলে তিনি অভিমত প্রদান করেছেন। অথচ এ ঘটনাগুলো 'ক্রসফায়ার' হিসেবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীই অভিহিত করে আসছে। বরং এনজিওগুলো শুরু থেকেই এ ধরণের ঘটনাগুলো 'ক্রসফায়ার' নয়, সরাসরি বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ড বলে দাবি করে যাচ্ছে।

এইচআরএফবি মনে করে, সিনহা হত্যাকাণ্ড কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীর তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের যে চর্চা দীর্ঘদিন ধরে দেশে চলমান রয়েছে, তারই অংশ। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)এর তথ্য অনুযায়ী, এ বছরে জানুয়ারি থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত 'বন্দুকযুদ্ধ' ও হেফাজতে মৃত্যুর শিকার হয়েছেন ২১০ জন ব্যক্তি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীরা 'বন্দুকযুদ্ধে' নয়, বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন। ২০১৮ সালের মে মাসে শুরু হওয়া মাদক বিরোধী অভিযানে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত 'বন্দুকযুদ্ধে' ও হেফাজতে নিহত হয়েছেন ৫৮৮ জন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, গত দু'বছরে (৪ মে ২০১৮-জুলাই ২০২০) মাদকবিরোধী অভিযানের নামে কেবল কক্সবাজারেই তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধে ও হেফাজতে নিহত হয়েছেন ২৮৭ জন যার মধ্যে টেকনাফ থানায় নিহত হয়েছেন ১৬১ জন। সিনহা হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ওসি প্রদীপ কুমার দাশ টেকনাফ থানায় দায়িত্ব পলনকালীন সময়ে ১১০জন নিহত হন বলে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মস্থলে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় 'বন্দুকযুদ্ধ' ও নির্যাতনে নামে বিপুল সংখ্যক মানুষ হত্যার ও হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে, এমন একজন পুলিশ অফিসার কিভাবে এতদিন এভাবে বীরদর্পে কাজ করে গিয়েছেন এবং ২০১৯ সালে পুলিশ বাহিনীতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ 'পুলিশ পদক' পেয়েছেন! এ ঘটনায় পুলিশ বাহিনীর অভ্যন্তরে জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি প্রকট হয়ে উঠেছে।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, সিনহা হত্যাকাণ্ডের পর তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত প্রবাসী জাফরের পরিবার থানায় মামলা করেছে।[১] পরিবারের দাবি, 'মুক্তিপণ হিসেবে ৫০ লাখ টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় তাঁকে হত্যা করেছে পুলিশ'। আপনারা অবগত, এমন অভিযোগ নতুন নয়, এর পূর্বেও স্বজনরা এমন অভিযোগ তুললেও আমলে নেয়া হয়নি, নিরপেক্ষ তদন্তসাপেক্ষে অভিযোগ খতিয়ে দেখা হয়নি। ভুক্তভোগীর স্বজনরা প্রায়শ নিরাপত্তাহীনতা আর হয়রানির ভয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেন না। মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রতিকার চেয়ে আদালতের দারস্থ হলেও এ বিষয়ে দায়ের করা রিটগুলো দশ বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো জবাব দেয়নি! সরকারের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগের ক্ষেত্রে বিভাগীয় তদন্ত ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয় বলে দাবি করা হলেও এসব তদন্ত প্রতিবেদন কখনো জনগণ বা গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয় না, ফলে এসব তদন্তের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সংশয় থেকে যায়।

[১] ৩১ জুলাই ২০২০ কক্সবাজারের চকরিয়া এলাকায় পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন ৩৭ বছর বয়সী প্রবাসী জাফর। একই দিনে, একই 'বন্দুকযুদ্ধে' চট্টগ্রামের পটিয়া পৌরসভার মো. হাসান (৩৭) এবং চকরিয়ার শান্তিনগর এলাকার জহির আহমেদ (৪৫) নামে আরও দুজন নিহত হন। গণমাধ্যমে পুলিশ তাদের 'মাদক কারবারি' হিসেবে উল্লেখ করে। কিন্তু পরিবার ও এলাকাবাসীর দাবি, তাদের পটিয়ার বাসা থেকে তুলে নিয়ে 'বন্দুকযুদ্ধে'র নামে হত্যা করা হয়েছে।

অন্যদিকে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহার সাথে থাকা স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাহেদুল ইসলাম সিফাত এবং শিপ্রা দেবনাথ জামিনে মুক্তি পেলেও তাদের এবং তাদের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাছাড়া শিপ্রাকে গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশ তার মোবাইল ফোন, ল্যাপটপসহ ব্যক্তিগত জিনিসপত্র জব্দ করে। পরে দেখা যায়, জব্দকৃত ল্যাপটপ ও মোবাইলে সংরক্ষিত ছবি ও তথ্য পুলিশ হেফাজতে থাকা সত্ত্বেও শিপ্রার বিভিন্ন ছবি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা আপত্তিকর তথ্য/বক্তব্য ছড়ানো হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন সদস্য ও বাহিনীর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ফেসবুক পেইজের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। এইচআরএফবি মনে করে, এ ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। আমরা বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখেছি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী স্বপ্রনোদিত হয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ ধরণের পোস্ট প্রদানের অভিযোগে দ্রুততম সময়ে অনেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন।

সাংবাদিক ভাই-বোনেরা,

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, জনগণের সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকার এবং স্বাধীন গণমাধ্যম যেকোনো গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকারভিত্তিক দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত। অন্যদিকে যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি বা দূর্যোগ মোকাবেলায় এ অধিকারসমূহ জনগণ ও সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখার কথা। অথচ আমাদের দেশে এমন এক ভয়ের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাচ্ছে যেখানে ভিন্নমত, মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার চর্চা এবং গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্র দিন দিন সংকুচিত হয়ে উঠছে।

করোনার এ সময়ে ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করায় গণমাধ্যমকর্মীদের নানাভাবে হয়রানি, হুমকি বা আক্রমণ করা হয়েছে এবং সরকার বা সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমালোচনা করার কারণে নাগরিকদের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে। বহুল বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ব্যাপক ব্যবহার উদ্বেগ আর ক্ষোভ তৈরি করেছে। এসব মামলায় অভিযুক্তদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আবার অত্যন্ত দ্রুততার সাথে গ্রেপ্তারও করছে। এ আইনের আওতায় দায়েরকৃত মামলায় কার্টুনিস্ট, সক্রিয় সমাজ ও মানবাধিকার কর্মী, সংস্কৃতিকর্মী, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ সাধারণ নাগরিকরা গ্রেপ্তার হচ্ছেন। এমনকি ১৪ বছরের এক শিশুকে গ্রেপ্তার করে কিশোর উন্নয়নকেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে। ফলে এ আইনের সংস্কার নয়, বরং আরো বেশি ব্যবহারে একটি বিশেষ গোষ্ঠী উৎসাহবোধ করছে।

আসক এর তথ্য অনুযায়ী, এ আইনের আওতায় জানুয়ারি - ২৫ আগস্ট ২০২০ সময়কালে প্রায় ৭৪টি মামলা হয়েছে এবং মামলাগুলোতে প্রায় ১৪৬ জনকে আসামি করা হয়েছে যার মধ্যে সাংবাদিক হচ্ছেন ৭৭ জন। নাগরিকদের বিরুদ্ধে মূলত হয়রানিমূলকভাবে এমন মামলা দায়ের করা হচ্ছে। করোনার এই পরিস্থিতিতে এই বিতর্কিত আইনে গ্রেপ্তার করা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে ফোরাম ।

৫৩ দিন নিখোঁজ থাকার পর গত ৩ মে বেনাপোল থেকে সাংবাদিক কাজলকে উদ্ধার করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তিনি কিভাবে সেখানে গেলেন, তাঁকে কারা তুলে নিয়ে গিয়েছিলো বা এতোদিন তিনি কোথায় ছিলেন- এসব জরুরি ও যৌক্তিক প্রশ্নের উত্তর না খুঁজে ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আইন বহির্ভূতভাবে হাতকড়া পরিয়ে তাকে হাজির করা হয় আদালতে। উল্লেখিত মামলায় যশোর আদালত তার জামিনের আদেশ দিলেও রাজধানীর বিভিন্ন থানায় কাজলের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আরও তিনটি মামলা আছে বলে আদালতকে জানায় পুলিশ।

প্রায় তিনমাস ধরে তিনি কারাগারে রয়েছেন। উল্লেখ্য পূর্ব থেকেই তিনি নানা স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগছেন। সম্প্রতি তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে বলে তাঁর আইনজীবি আদালতকে জানালে আদালত যথাযথ চিকিৎসা দিতে কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। আমরা সাংবাদিক কাজলের শারীরিক অবস্থার অবনতিতে উদ্বিগ্ন।

সাংবাদিক বন্ধুরা,
সম্প্রতি আরেকটি নির্মম ঘটনা আমাদের অত্যন্ত মর্মাহত ও আতংকিত করেছে। আমাদের প্রশ্ন হলো, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোতে আসলে শিশুদের উন্নয়নের নামে হচ্ছেটা কি! কিভাবে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিতরাই তাদের ভক্ষক হয়ে উঠেছেন! অভিযোগ উঠেছে, ১৩ আগস্ট ২০২০ যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নৃশংস নির্যাতনে পারভেজ হাসান রাব্বি (১৭), রাসেল ওরফে সুজন (১৭) এবং নাঈম হোসেন (১৭) নামের তিনজন শিশু নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে প্রায় ১৫ জন।[2]

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫ (৫) অনুচ্ছেদে বলা আছে, যে কোনো ব্যক্তির নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি প্রদান করা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম সারির দেশ বাংলাদেশ। সনদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যেসব শিশুরা অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়েছে, তাদের সাথে সবসময় এমন আচরণ করতে হবে যাতে শিশুর মর্যাদা রক্ষিত হয় এবং তারা যেন নিজেদের মূল্যবান ও মর্যাদাবান মনে করে। অথচ যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রসহ দেশের বিভিন্ন শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে অব্যবস্থাপনা, অনিয়মের ও নির্যাতনের বিভিন্ন সংবাদ গণমাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশ উন্নয়ন কেন্দ্রে শিশুদের ওপর নানা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ রয়েছে। এসব কেন্দ্রগুলোর পরিবেশ ও সেবা কার্যক্রম অত্যন্ত নিম্নমানের। শিশুদের চিন্তা, মনন ও আচরণে মৌলিক পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা এসব কেন্দ্রে অনুপস্থিত, বরং এসব জায়গায় শিশুদের ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে বাস করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব কেন্দ্রে শিশুদের সাথে অপরাধীর মতো আচরণ করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্রগুলোর নির্মমতা শিশুদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি করছে। অর্থ্যাৎ পূর্ণ মর্যাদায় সমাজে ফিরে আসার জন্য তার যে সহযোগিতার পাওয়ার অধিকার রয়েছে, তা রক্ষা করতে রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারছে না।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

দেশে আইনের শাসন, মানবাধিকার, জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) সরকারের কাছে নিম্নোক্ত দাবি রাখছে-

১. ‘বন্দুকযুদ্ধে’র নামে বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ড এখনই বন্ধ করতে হবে;

[2] আসক এর তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে, সন্ধ্যা সাতটার দিকে গুরুতর আহত তিনজনকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন। আহত কিশোরদের ভাষ্য অনুযায়ী, গত ৩ আগস্ট কেন্দ্রের হেড গার্ড (আনসার সদস্য) এবং কিশোরদের মধ্যে চুল কাটার মতো সামান্য বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি ও মারামারি হয়, যার জের ধরে এই ঘটনা ঘটেছে। যশোর জেলা পুলিশ সুপার মুহাম্মদ আশরাফ হোসেনের প্রেস ব্রিফিং এর বর্ণনা অনুযায়ী, যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে গত ১৩ আগস্ট সকালে একটি বৈঠকে উপস্থিত ১৯ কর্মকর্তা-কর্মচারী সিদ্ধান্ত নেয় যে কেন্দ্রের প্রধান প্রহরীকে আঘাত করা কিশোরদের অচেতন না হওয়া পর্যন্ত পেটানো হবে। একে একে ১৮ কিশোরকে আবাসিক ভবন থেকে ধরে আনা হয়। এরপর তাদের দুই হাত জানালার গ্রিলের মধ্যে আটকে, পা বেঁধে ও মুখে গামছা গুঁজে দিয়ে রড এবং ক্রিকেটের স্টাম্প দিয়ে পেটানো হয়। এতে মারা যায় ঐ তিন কিশোর এবং গুরুতর আহত হয় ১৫ জন।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK)
2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: +88-02-810 0192, 810 0195, 810 0197 | Fax: +88-02-810 0187 | Email: ask@citechco.net | Web: www.askbd.org
Experts:
Dr. Hameeda Hossain, Sultana Kamal and Raja Devasish Roy
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).

২. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগসমূহ যেমন– বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, হেফাজতে নির্যাতন ইত্যাদির নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে দ্রুততার সাথে একটি বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে ;

৩. তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে এবং প্রতিবেদন অনুযায়ী জড়িতদের বিচার নিশ্চিত এবং ভুক্তভোগীদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে;

৪. কোন নাগরিককে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক আটক বা গ্রেফতারের ক্ষেত্রে মহামান্য উচ্চ আদালতের নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং মাঠ পর্যায়ে এসব নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করছে কিনা তা তদারকি করার ব্যাস্থা করতে হবে;

৫. নাগরিকদের মত প্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকার যাতে খর্ব না হয় সে পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। ভিন্নমত, মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা চর্চার প্রতি সহনশীল হতে হবে। গণমাধ্যম ও নাগরিকদের মতপ্রকাশের অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দ্রুততার সাথে সব পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে;

৬. সাংবাদিক কাজলসহ যারা হয়রানিমূলকভাবে এ মামলায় আটক রয়েছেন তাদের মুক্তি প্রদান করতে হবে এবং সাংবাদিক কাজলের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে;

৭. সাহেদুল ইসলাম সিফাত ও শিপ্রা দেবনাথের নামে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে এবং তাদের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;

৮. নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে শিপ্রা দেবনাথকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হয়রানিকারীদের চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৯. যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে তিন শিশু নিহত হওয়ার ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত ও দায়িত্বে অবহেলাকারীদের নিরপেক্ষ তদন্তসাপেক্ষে দ্রুততার সাথে আইনানুগ শাস্তি প্রদান করতে হবে; নিহতদের পরিবার ও আহতদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে;

১০. দেশের শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ খতিয়ে দেখতে অতি সত্বর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেসরকারি পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য একটি কমিটি গঠন এবং সুনির্দিষ্ট ও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কমিটির সুপারিশ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও পুরো প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে;

১১. কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী কেন্দ্রগুলোতে শিশু-কিশোরদের সুষ্ঠু বিকাশ ও সঠিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার পরিবেশ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিয়মিতভাবে তদারকির জন্য শিশু অধিকার বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে;

১২. এ কেন্দ্রগুলোকে 'উন্নয়ন কেন্দ্র' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হোক যাতে করে কেন্দ্রে থাকা শিশুদের সুনাগরিক ও মর্যাদাবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পক্ষে, হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK)
2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: +88-02-810 0192, 810 0195, 810 0197 | Fax: +88-02-810 0187 | Email: ask@citechco.net | Web: www.askbd.org
Experts:
Dr. Hameeda Hossain, Sultana Kamal and Raja Devasish Roy
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).